ফসিল

—সুবোধ ঘোষ

প্রশ্ন **'ফসিল' গল্পটি কোন্ পত্রিকায় প্রকাশিত হল?**

উঃ। 'অগ্রণী' পত্রিকায় প্রকাশিত হল।

প্রশ্ন **'ফসিল' গল্পে কোন্ রাজ্যের পরিচয় দেওয়া আছে?**

উঃ। নেটিভ স্টেট অঞ্জনগড়ের পরিচয় দেওয়া আছে।

প্রশ্ন **রাজ্যের আয়তন কত?**

উঃ। সাড়ে আটষট্টি বর্গমাইল।

প্রশ্ন **স্টেটে যিনি রাজা আছেন, তার উপাধি কি কি?**

উঃ। ত্রিভুবনপতি, নরপাল, ধর্মপাল, অরুতিদমন।

প্রশ্ন **এই রাজ্যের মহারাজার প্রধান কাজ কি?**

উঃ। গরীব ভীল আর কুলি প্রজাদের শাসণ ও শোষণ এই রাজ্যের মহারাজার প্রধান কাজ।

প্রশ্ন **মহারাজা কিভাবে প্রজারঞ্জন করেন?**

উঃ। ক্ষত্রিয় আর মোঘল এই দুইজাতের আমলাদের যৌথ প্রতিভার সাহায্যে মহারাজা প্রজারঞ্জন করত।

প্রশ্ন **প্রজাদের প্রতি অত্যাচারের ফলে তারা অনেকে কোথায় চলে যান?**

উঃ। মরিসাসের চিনি কারখানায় কুলির কাজ নিয়ে।

প্রশ্ন **অঞ্জনগড়ের শাসন কি ধরনের?**

উঃ। লাঠিতন্ত্র।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন **অঞ্জনগড় জায়গাটি কি রকম?**

উঃ। পোড়ানিম আর ফনীমনসায় ছাওয়া। রুক্ষ কাঁকরে মাটির ডাঙা আর নেড়া নেড়া পাহাড়।

প্রশ্ন **কুর্ম্মি আর ভীলেরা কোথায় জল আনতে যায়?**

উঃ। দুক্রোশ দূরের পাহাড়ের গায়ে লুকানো জয়কুণ্ড থেকে মোষের চামড়ার থলিতে জল ভরে আনে।

প্রশ্ন **তারা কি কি ফসল ফলায়?**

উঃ। ভুট্টা, যব ও জনার।

প্রশ্ন **প্রত্যেক বছর কাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে?**

উঃ। তসীল বিভাগ আর ভীল ও কুর্ম্মী প্রজাদের ভেতরে সংঘর্ষ বাঁধে।

প্রশ্ন **মহারাজার সুগঠিত কি টিম আছে?**

উঃ। পোলো টিম আছে।

প্রশ্ন **রাজার আস্তাবলে কি আছে?**

উঃ। বিদেশী ঘোড়া।

প্রশ্ন **ঘোড়াগুলিকে কি খাবার দেওয়া হয়?**

উঃ। ভুট্টা, যব ও জনার।

প্রশ্ন **পরাজিত ভীলরা রাজ্য ছেড়ে গিয়ে কোথায় ভর্তি হয়?**

উঃ। কোন ধাঙড় বিক্রুটারের ক্যাম্পে।

প্রশ্ন **স্ত্রী ও পুরুষরা তাদের ছেলে নিয়ে কোথায় যায়?**

উঃ। দিল্লী, কলকাতা, শিলং।

প্রশ্ন **শুধুমাত্র কারা অঞ্জনগড় ছেড়ে যেতে চায় না?**

উঃ। কুর্ম্মি প্রজারা।

প্রশ্ন **প্রতি রবিবার দুঃস্থ প্রজারা কোথায় হাজির হয়?**

উঃ। কেল্লার সামনে সুপ্রশস্ত চবুতরায়।

প্রশ্ন **কিসের জন্য দুঃস্থ প্রজারা উপস্থিত হন?**

উঃ। মহারাজা দরবার থেকে চিঁড়ে গুড় বিতরণ করেন। সেইজন্য দুস্থ প্রজারা উপস্থিত হয়।

প্রশ্ন **সংক্রান্তির দিন মহারাজা কি করেন?**

উঃ। মহারাজা গায়ে আল্পনা-আঁকা হাতীর পিঠে চড়ে জলুস নিয়ে পথে বার হন প্রজাদের আশীর্ব্বাদ করতে।

প্রশ্ন **মহারাজার জন্মদিনে কি হয়?**

উঃ। কেল্লার আঙিনায় রামলীলা গান হয়, সেখানে প্রজারা নিমন্ত্রণ পায়।

প্রশ্ন **'সব ব্যাপারেই লাঠি।'— কে বলেছে? কি কারণে বলেছেন?**

উঃ। আলোচ্য উক্তিটি সুবোধ ঘোষ বলেছেন।

মহারাজার দুঃস্থ প্রজাদের মধ্যে চিঁড়ে ও গুড় দান, তাদের আশীর্ব্বাদ, রাজার জন্মদিনে

Scanned with CamScanner

প্রজাদের নিমন্ত্রণ সবই লাঠির সহযোগে পরিবেশন করা হয়। যেখানে জনতা আর জয়ধ্বনি সেখানে লাঠি চলবেই। এই কারণেই আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

প্রশ্ন অঞ্জনগড়ের এই অদৃষ্টের সন্ধিক্ষণে দরবারে কাকে আনা হল?

উঃ। মুখার্জী এল নামক একজন ইংরেজী আইন নবীশকে আনা হল।

প্রশ্ন মুখার্জীর মনে কি স্বপ্ন ছিল?

উঃ। ছেলেবেলার ইতিহাস পড়া মার্কিনী ডেমোক্রেসীর স্বপ্ন।

প্রশ্ন মুখার্জী কি বিশ্বাস করেন?

উঃ। মুখার্জী বিশ্বাস করেন যে সৎ-সাহসী সে কখনো পরাজিত হয় না, যে কল্যানকৃৎ তার কখনো দুর্গতি হতে পারে না।

প্রশ্ন মুখার্জীর নির্দ্দেশে কি কি হল?

উঃ। লাঠিবাজী বন্ধ হল, সমস্ত দপ্তর চুলচেরা অডিট করল, স্ট্রেটের জরীপ হল নতুন করে, সেন্সাস নেওয়া হল। মরচে পড়া কামানদুটোকে পালিশ করে চকচকে করা হল।

প্রশ্ন ল-এজেন্ট মুখার্জী কি আবিষ্কার করল?

উঃ। অঞ্জনগড়ের অর্ন্তভৌম সম্পদ।

প্রশ্ন কেল্লার পাশে কি গড়ে উঠেছে?

উঃ। সু-বিরাট গোয়চদিয়রী স্টাইলের প্যালেস।

প্রশ্ন 'সত্যই নতুন প্রাণের জোয়ার এসেছে অঞ্জনগড়ে।'—নতুন প্রাণের জোয়ার বলতে কি বোঝানো হয়েছে?

উঃ। মার্চেণ্টরা একজোট হয়ে প্রতিষ্ঠা করেছে মাইনিং সিন্ডিকেট। খনি অঞ্চলে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে খোয়া-বাধানো বড় বড় সড়ক, কুলির ধাওড়া, পান্থবসানে ইঁদারা, ক্লাব, বাংলো কেয়ারি কেরা ফুলের বাগিচা আর জিমখানা। কুর্ম্মি কুলিরা দলে দলে ধাওড়া জাঁকিয়ে বসেছে। নগদ মজুরী পায়, মুরগী বলি দেয়, হাঁড়িয়া খায় আর নিত্য সন্ধ্যায় মাদল ঢোলক পিটিয়ে খনি অঞ্চল সরগম করে রাখে। তাই বলা হয়েছে—'সত্যই নতুন প্রাণের জোয়ার এসেছে অঞ্জনগড়ে।

প্রশ্ন 'মহারাজা এইবার প্ল্যান আঁটছেন।'—মহারাজা কি প্ল্যান আঁটছেন?

উঃ। দুটো নতুন পোলো গ্রাউণ্ড তৈরী করতে হবে, আরো এগার বিঘা জমি যোগ করে প্যালেসের বাগানটাকে বাড়াতে হবে। নহবতের জন্য একজন মাইনে করা ইটালীয়ান ব্যাণ্ড মাস্টার আনার।

প্রশ্ন মুখার্জি আর কি কি করার কথা ভাবেন?

উঃ। অঞ্জনগড়ের উত্তর থেকে দক্ষিণে, সমান্তরাল দশটি ক্যানেল, মাঝে মাঝে বড় বড় ডাম, অঞ্জনা নদীর জলের চলটা রাজ্যের পাথুরে বুকের ভিতর চালিয়ে দিতে হবে। প্রতি কুর্ম্মী প্রজাকে মাথা পিছু তিন কাঠা জমি দিতে হবে। আউস, আমন ও রবি বছরের এই তিন কিস্তি ফসল তুলতেই হবে। উত্তরের প্লটের সমস্তটাই হবে নার্শারী, আলু আর তামাক। দক্ষিণে আখ, যব আর গম। তারপর একটা ব্যাঙ্ক,

Scanned with CamScanner

ট্যানারী, কাগজের মিল এসব হবে।

প্রশ্ন **কি করার ব্যাপারে মহারাজের প্রবল আপত্তি?**

উঃ। স্কুল করার ব্যাপারে।

প্রশ্ন **মহারাজ মুখার্জীর সামনে কি এগিয়ে দিয়েছিলেন?**

উঃ। দুটি পত্র।

প্রশ্ন **পত্র দুটি কার কার?**

উঃ। একটি হল দুলাল মাহাতোর অন্যটি সিন্ডিকেটের চেয়ারম্যান গিবসনের।

প্রশ্ন **'দেখছ তো মুখার্জী শালাদের সাহস'—কার উক্তি?**

উঃ। মহারাজার উক্তি।

প্রশ্ন **মুখার্জী মহারাজকে শান্ত করার জন্য কি বলল?**

উঃ। মুখার্জী মহারাজকে বললেন যে 'আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন। আমি একবার ভেতরে ভেতরে অনুসন্ধান করি, আসল ব্যাপার কি?'।

প্রশ্ন **কে বহুদিন পর মরিসাস থেকে অঞ্জনগড়ে ফিরেছে?**

উঃ। বৃদ্ধ দুলাল মাহাতো মরিসাস থেকে অঞ্জনগড়ে ফিরে এসেছে।

প্রশ্ন **মুখার্জী দুলালকে অভিমানের সুরে কি বলেছিল?**

উঃ। "একি করছো মাহাতো! দরবারের ছেলে তোমরা; কখনও ছেলে দোষ করে; কখনও বাপ। তাই বলে পরকে ডেকে কেউ ঘরের ইজ্জৎ নষ্ট করে না। সিন্ডিকেট আজ না হয় তোমাদের ভাল খাওয়াচ্ছে, কিন্তু কাল যখন তার কাজ ফুরোবে তখন তোমাদের দিকে ফিরেও তাকাবে না। এই দরবারই তখন দুমুঠো চিঁড়ে দিয়ে তোমাদের বাঁচাবে।

প্রশ্ন **মুখার্জী সিন্ডিকেটের অফিসে এসে কি বলেছিল?**

উঃ। মুখার্জী দেখুন মিঃ গিবসন, রাজা প্রজা সম্পর্কের ভেতর দয়া করে হস্তক্ষেপ করবেন না আপনারা। আপনাদের কারবারের সুখ সুবিধার জন্য দরবার তো পূর্ণ গ্যারাণ্টি দিয়েছে।

প্রশ্ন **গিবসন উত্তরে কি বলেছিল?**

উঃ। গিবসন বলল যে আমরা খনিমেকার নই, আমাদের একটা মিশনও আছে। নির্যাতিত মানুষের পক্ষ আমরা চিরকাল লড়ে এসেছি। দরকার থাকে, আরো লড়বো।

প্রশ্ন **'স্টেটের এগ্রিকালচার তাহলে কি করে বাঁচে বলুন তো?'— কে কাকে বলেছে?**

উঃ। মুখার্জী গিবসনকে বলেছে।

প্রশ্ন **গিবসন মুখার্জীকে বিদ্রুপের স্বরে কি উত্তর দেয়?**

উঃ। গিবসন বিদ্রুপের স্বরে উত্তর দেয় যে,—'এগ্রিকালচার না বাঁচুক, ওয়েলথ তো বাঁচছে।'

প্রশ্ন **"কি ব্যাপার হে গিবসন?"— কে কাকে বলেছে?**

উঃ। ম্যাক্‌কেন গিবসনকে বলেছে।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন **বাকীজীবনটা উপভোগ করার জন্য দুলাল মাহাতো সঙ্গে কি নিয়ে ফিরে এসেছে?**

উঃ। নগদ সাতটি টাকা এবং বুকভরা হাঁপানি।

প্রশ্ন **দুলাল মাহাতো আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কি ঘটল?**

উঃ। কুর্ম্মীদের জীবনে যেন একটা চঞ্চলতা এল এবং এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল।

প্রশ্ন **কর্ম্মিরা দুলাল মাহাতোর কাছে কি জেনেছে?**

উঃ। নগদ মজুরী কি জিনিস।

প্রশ্ন **দুলালের আমন্ত্রণ পেয়ে কুর্ম্মীরা কোথায় একত্রিত হল?**

উঃ। পোড়ানিমের জঙ্গলে।

প্রশ্ন **'এই মেঘে বজ্র আছে'—কার উক্তি?**

উঃ। মুখার্জী-এল-এর উক্তি।

প্রশ্ন **পেয়াদারা মহারাজকে কি জানালো?**

উঃ। পেয়াদারা জানালো যে, কুর্ম্মীরা রাজবাড়ির বাগানে আর পোলো লনে বেগার খাটতে আসেনি। তারা বলেছে যে বিনা মজুরীতে খাটলে পাপ হবে; রাজ্যের অমঙ্গল হবে।

প্রশ্ন **'তুমিই এসব শয়তানী করছ'—কার উক্তি? কাকে উদ্দেশ্য করে উক্তিটি করা হয়েছে?**

উঃ। মহারাজের উক্তি।
দুলাল মাহাতোকে উদ্দেশ্য করে উক্তিটি করা হয়েছে।

প্রশ্ন **মহারাজা দুলাল মাহাতোকে কি বললেন?**

উঃ। ফিরিঙ্গি বেনিয়াদের সঙ্গে দুলাল মাহাতোকে সম্পর্ক ছাড়তে হবে। মহারাজার বিনা হুকুমে কোন কুর্ম্মি খনিতে কুলি হয়ে খাটতে পারবে না।

প্রশ্ন **মহারাজা মুখার্জীর উপর কি আদেশ দিল?**

উঃ। মুখার্জীর উপর সিন্ডিকেটকে নোটিশ দেবার আদেশ দেওয়া হল; আর যেন মহারাজার বিনা সুপারিশে তার কোন কুর্ম্মি প্রজাকে কুলির কাজে ভর্তি না করে।

প্রশ্ন **গিবসনের কাছে মুখার্জী কি?**

উঃ। 'দ্যাট মংকি অফ অ্যান এ্যাডমিনিস্ট্রেটার।'

প্রশ্ন **গিবসন নিভৃত কামরায় মাহাতো নিয়ে গিয়ে কি বলল?**

উঃ। মাহাতোকে বলল যে দরখাস্ত তৈরী। দরখাস্তের মধ্যে সবকথা লেখা আছে। তাড়াতাড়ি সই করে ফেল। আজই দিল্লীর ডাকে পাঠাতে হবে।

প্রশ্ন **'ডরো মৎ মাহাতো, আমরা আছি।'— কে বলেছে?**

উঃ। ম্যাক্‌কেনা বলেছে।

প্রশ্ন **মহারাজ মুখার্জীকে কোথায় আহ্বান করলেন?**

উঃ। খাস কামরায়।

প্রশ্ন **মুখার্জীর হাতে কে একটি চিঠি তুলে দিল?**

Scanned with CamScanner

উঃ। মচিবোত্তম।

প্রশ্ন চিঠিটিতে কি ছিল?

উঃ। পলিটিক্যাল এজেন্টের নোট্।

প্রশ্ন ফৌজদার স্ট্রেটের এই অবস্থার জন্য কাকে দায়ী করেছে?

উঃ। মুখার্জীর কনসিলিয়েশন পলিসিকেই দায়ী করছে।

প্রশ্ন কুর্ম্মীদের শায়েস্তা করার জন্য কাদের উপর ভার দেওয়া হল?

উঃ। ফৌজদারের উপর।

প্রশ্ন 'ব্যাঙের লাথি আর সহ্য হয় না মুখার্জী।'— কে বলেছে?

উঃ। মহারাজা বলেছে।

প্রশ্ন বিকেলে মুখার্জী কি করে?

উঃ। ব্রিচেস চড়িয়ে বয়ে কাঁধে দুইজনে ম্যালেট চাপিয়ে পোলো লনে উপস্থিত হয়।

প্রশ্ন 'বড় রাফ্ খেলা খেলছে মুখার্জী'— কে বলেছে?

উঃ। মহারাজা বলেছে।

প্রশ্ন পেয়াদা কি খ্বর নিয়ে এসেছিল?

উঃ। চৌদ্দ নম্বরের পীট ধসেছে। এখনো ধসছে। নব্বইজন পুরুষ আর মেয়ে কুলিচাপা পড়েছে।

প্রশ্ন 'কিসের দুঃসংবাদ?''—কার উক্ত? দুঃসংবাদটি কি ছিল?

উঃ। মহারাজার উক্তি।

দুঃসংবাদটি হল মহারাজের ফৌজদার গুলি চালিয়ে বাইশজন কুর্ম্মিকে মেরে ফেলেছে আর পঞ্চাশ জনকে ঘায়েল করেছে।

প্রশ্ন মুখার্জী শেষ পর্যন্ত কি পরামর্শ দিল?

উঃ। দুলাল মাহাতোকে আটক করতে পরামর্শ দিল।

প্রশ্ন ''সে ভাবছিল অন্য কথা।''— কে কি কথা ভাবছিল?

উঃ। মুখার্জী ভাবছিল অনেকদিন পরের একটা কথা। লক্ষ বছর পরে এই পৃথিবীর কোন একটা জাদু ঘরে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ কতগুলি ফসিল দেখে অনুমান করেছে প্রাচীন পৃথিবীর একদল হতভাগ্য মানুষ আকস্মিক কোন ভূ-বিপর্যয়ে কোয়ার্টস আর গ্রানাইটের গহ্বরে সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিল। এই ফসিলগুলিতে আজকের লাল রক্তের দাগ নেই।

প্রশ্ন ফসিল শব্দের অর্থ কি?

উঃ। প্রস্তরীভূত জীবদেহ বা জীবাশ্ম।

সাঁঝ সকালের মা

—মহাশ্বেতা দেবী

প্রশ্ন সাধন কান্দোরি তার মা জটি ঠাকুরানিকে কিসে করে হাসপাতালে নিয়ে যায়?

উঃ। বাঁশের দোলা বেঁধে সাধন কান্দোরী মাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন ‘মোকে হাসপাতালে দিস না সাধন।’—কার উক্তি?

উঃ। চটি ঠাকুরানীর উক্তি।

প্রশ্ন জটি কাদের বংশধর?

উঃ। জরা ব্যাধের বংশধর।

প্রশ্ন জটির সম্প্রদায়ের নাম কি?

উঃ। পাখমার সম্প্রদায়।

প্রশ্ন সাধনের কত বছর বয়েসে জটেশ্বরী উপর দেবতার ভর পড়েছিল?

উঃ। দেড় বছর বয়েসে।

প্রশ্ন “মা বোলে ডাক্যে না বাপ, বাপো আমার।”—সাধনের মা কেন তাকে মা বলে ডাকতে নিষেধ করেছিল?

উঃ। সাধনের যখন দেড় বছর বয়স তখন থেকে জটির উপর দেবতার ভর পড়েছিল। সেই থেকে জটি দিনেমানে জটি ঠাকুরানি। সূর্য ওঠা থেকে সূর্য ডোবা পর্যন্ত ঠাকুরানিকে কেউ মা-বউ-বোন ভাবতে নিষেধ এমনকি ডাকাও নিষেধ—তাই জটি সাধনকে মা বলে ডাকতে নিষেধ করেছিল।

প্রশ্ন সাধনকে খাবারের লোভ দেখিয়ে মনিবের যুবতী বউ কি কি কাজ করা করায়?

উঃ। কাঠ চ্যালা করায়, টিউবওয়লের জল টানায়, মণ মণ কয়লা ভাঙিয়ে নেয়।

প্রশ্ন ‘মনিবানীর দিকে চেয়ো না সাধন।’— কে কাকে বলেছে?

উঃ। জটি তার ছেলে সাধনকে বলেছে।

প্রশ্ন সাধনের মায়ের চিকিৎসা করার জন্য মনিব সাধনকে কত টাকা দিয়েছিল?

উঃ। দশ টাকা।

প্রশ্ন কলোনির লোকেরা অনাদি ডাক্তারকে কেন মেরে তাড়িয়েছিল?

উঃ। অনাদি ডাক্তার মাকে চিকিৎসা করে সেই ঘরে যায় বলে।

প্রশ্ন অনাদি ডাক্তার এখন কি করে?

উঃ। অনাদি ডাক্তার এখন রেলপারে খালধারে দোকান খুলেছে। ইদানীং বহু খুন জখমের লাশকেও মোটা টাকার বিনিময়ে ‘ডায়েট অফ হার্ট ফেলিওর’ লিখে শ্মশানে পাচার করে।

প্রশ্ন জটি ঠাকুরানি অনাদি ডাক্তার সম্পর্কে কি বলেছিল?

উঃ। অনাদি ডাক্তারের বাড়বাড়ন্ত হবে।

প্রশ্ন অনাদি ডাক্তার জটি ঠাকুরানিকে কি দিয়ে প্রণাম করে?

উঃ। ঠাকুরানির পা ধরে তেল নারকেল-চাল-লবণ দিয়ে প্রণাম করে।

প্রশ্ন অনাদির মতো পাপী তাপীদের জন্যে জটি ঠাকুরানি কি সংগ্রহ করত?

উঃ। ধনেশ পাখির তেল।

প্রশ্ন জটি ঠাকুরানি তার ভক্তদের কাছ থেকে কি নিত?

উঃ। শুধুমাত্র একথালি চাল নিত।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন 'ট্যাকসি চাপিয়ে নিয়ে যাবি।'—কার উক্তি?

উঃ। অনাদির উক্তি।

প্রশ্ন সাধন টাকা নিয়ে কোথায় কি করতে গিয়েছিল?

উঃ। সাধন টাকা নিয়ে তাড়াতাড়ি মিঠাইয়ের দোকানে গেল। মনের দুঃখে মুড়ি-বাতাসা-গজা কিনে দোকানে বসে বসেই খেল।

প্রশ্ন ট্যাক্সির ড্রাইভার জটিকে নিল না কেন?

উঃ। ট্র্যাক্সির।

প্রশ্ন ট্র্যাক্সির ড্রাইভার যখন নিল না তখন সাধনের মনিব কি করল?

উঃ। সাধনের মনিব বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ দিল। খাটুলি তৈরী করে জটি ঠাকুরানিকে নিয়ে সাধন বাঙ্গুর হাসপাতালে গেল।

প্রশ্ন 'তুই এক জেতের মানুষ সাধন।'—কার উক্তি?

উঃ। বলরামের উক্তি।

প্রশ্ন ডাক্তারকে কারা ডেকে আনল?

উঃ। বলরাম, জগদীশ, উদ্ধব ডাক্তারকে ডেকে আনল।

প্রশ্ন ''উনি সামান্য মানুষ নয়,'—কার উক্তি?

উঃ। বলরামের উক্তি।

প্রশ্ন 'তোমার অতবড় মাথাটা ওর কোলে রাখ?'—কার উক্তি?

উঃ। হাসপাতালের একজন নার্সের উক্তি।

প্রশ্ন কতদিন পর ডাক্তার জটির রোগ ধরতে পারল?

উঃ তিনদিন পর।

প্রশ্ন জটির কি রোগ হয়েছিল?

উঃ। জটির যে রোগ হয়েছিল তাঁর নাম 'অনাহার'।

প্রশ্ন জটির এই রোগ কেন হয়েছিল?

উঃ। না খেয়ে না খেয়ে খুদকুঁড়ো সাধনকে খাইয়ে জটির নাড়ী শুকিয়ে গিয়েছিল। তার ফলে রোগ হয়েছিল।

প্রশ্ন জটির ঘরের সামনে কি গাছ ছিল?

উঃ। নিমগাছ।

প্রশ্ন জটিকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে এসে কোথায় শোয়ানো হল?

উঃ। নিমগাছের ছায়াতে শোয়ানো হল।

প্রশ্ন পাখমারাদের জাত ধর্ম অনুযায়ী জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিটি মেয়ের সঙ্গে প্রথম বিয়ে কার হয়?

উঃ। দেবতার। আগে দেবতাকে জল নারকেল দিয়ে, তবে ওরা মানুষের ঘর করতে আসে।

প্রশ্ন জটি ঠাকুরানি তার শ্রাদ্ধের সময় সাধনকে কি দেবার কথা বলেছে?

উঃ। হাতি, ঘোড়া, অন্ন, বস্ত্র, সোনা, রূপো দান করার কথা বলেছে।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন **জটির মৃত্যুর পর সমস্ত খরচ কে দিল?**

উঃ। অনাদি ডাক্তার।

প্রশ্ন **জটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনাদি ডাক্তারের প্রথমেই কি মনে হয়?**

উঃ। অনাদি ডাক্তারের মনে হল আর প্রতিদিন চাল দেবার দায়িত্ব রইল না।

প্রশ্ন **অনাদির বউ রাগ করে কি বলত?**

উঃ। অনাদির বউ বলত যে দেবাংশী মানুষ, কিন্তু ভক্তজনের যে কষ্ট হয় তা বোঝে না।

প্রশ্ন **বলরামের হাতে টাকা দিয়ে অনাদি কি বলেছিল?**

উঃ। অনাদি বলেছিল যে তোরা যা খাবি খাস। কিন্তু ঠাকুরানিকে চন্দন কাঠে পোড়াবি। কাঠ শুঁকে নিবি। ফুল দিস, খই আর পয়সা ছড়াবি।

প্রশ্ন **বলরামের ভগ্নিপতির নাম কি? সে কিসের কাজ করে?**

উঃ। সদানন্দ। সে সরকারী অফিসের পিওনের কাজ করে।

প্রশ্ন **পাখমারারা অভিশপ্ত কেন?**

উঃ। ঈশ্বরকে হত্যা করেছিল বলে।

প্রশ্ন **পাখমারারা কোথা থেকে চলে এসেছিল?**

উঃ। সুদূর দ্বারকা থেকে।

প্রশ্ন **পাখমারাদের জীবন যাত্রা কেমন ছিল?**

উঃ। পাখমারাদের ঘর থাকতে নেই। ওরা পাখি ধরে, পাখি বেচে। শ্মশানের গাছে রান্নার হাঁড়ি টাঙিয়ে ওদের মনে দেহতত্ত্ব জাগে না। মা ছেলেকে সোহাগ করে। স্বামী স্ত্রী বসে গান গায়।

প্রশ্ন **'জটির শরীরে আশ্চর্য রূপ ছিল।'—জটির রূপের বর্ণনা দাও।**

উঃ। তামাটে রঙ, নীলচোখ, কাটা চুল। চুল চুড়ো করে বেঁধে জটি তাতে লাল পাথরের মালা জড়াত। গাঢ় নীল কাপড় পরে নিজের শরীরটা সাজাত।

প্রশ্ন **শীতকালে জটিরা কোথায় ছিল?**

উঃ। সুবর্ণরেখার চরে।

প্রশ্ন **জটি কিভাবে পাখি ধরত?**

উঃ। শরবনে ফাঁদ পেতে শিষ দিয়ে পাখি ধরত।

প্রশ্ন **উৎসবের সঙ্গে জটির কখন দেখা হয়?**

উঃ। শীতকালে জটিরা যখন সুবর্ণরেখার চরে থাকত, সেখানেই উৎসবের সঙ্গে দেখা হয়।

প্রশ্ন **উৎসব জাতিতে কি ছিল?**

উঃ। উৎসব জাতিতে ছিল কান্দোরি।

প্রশ্ন **উৎসবের জাত ব্যবসা কি ছিল?**

উঃ। চিকন পাটি বোনা।

প্রশ্ন **উৎসবের তখন বয়স কত ছিল?**

Scanned with CamScanner

উঃ। তিরিশ বছর।

প্রশ্ন উৎসবের চেহারা কেমন ছিল?

উঃ। বেঁটে, বলিষ্ঠ, শ্যামল চেহারা, কাঁধ অবধি বাবরি চুল।

প্রশ্ন জটিকে দেখে উৎসব কি গান বেঁধেছিল?

উঃ। "ও নীল শাড়ি, আঙা মেয়ে
দেখ চেয়ে
তোর লেগে মোর পরাণ জ্বলে যায়।"

প্রশ্ন জটি আর উৎসব কোথায় পালিয়ে গিয়েছিল?

উঃ। খড়্গপুর থেকে দীঘায়।

প্রশ্ন উৎসব আর জটি না পালালে কাওয়ামাররা তাদের কি করত?

উঃ। অভিশপ্ত সমাজ ছেড়ে যাবার অপরাধে ওদের তীর ফুঁড়ে ফেলত।

প্রশ্ন 'মোদের জাত ফেলনা নয় জটি'—কার উক্তি?

উঃ। উৎসবের উক্তি।

প্রশ্ন সাধনের যখন মুখপ্রসাদ হল উৎসব তখন কি কাজ করে?

উঃ। উৎসব তখন খড়্গপুর স্টেশনে মোট বয়।

প্রশ্ন উৎসব কিভাবে মারা গেল?

উঃ। চোরাই বিক্রির চোলাই মদ খেয়ে বমি করে হাসপাতালে উৎসব মারা গেল।

প্রশ্ন উৎসবের মৃত্যুর পর জটি তাদের সমাজের কাউকে না পেয়ে কোথায় গেল প্রথম?

উঃ। শহরের ট্রাইবাল বোর্ডের অপিসে।

প্রশ্ন জটি শেষ পর্যন্ত কার কাছে পরামর্শ চাইল?

উঃ। কুলি লাইনের হনুমানতলার সন্ন্যাসীর কাছে।

প্রশ্ন "ওই বুড়োর আশ্রয়ে থেকে কি হবে?"— কে কাকে বলেছিল?

উঃ। শহরের তিন চার জন লোক জটিকে বলেছিল।

প্রশ্ন সন্ন্যাসী জটিকে কি কি দিয়েছিল?

উঃ। লালচেলি ও একটি ছোট ত্রিশূল।

প্রশ্ন 'বলি যাবে কোথা?'— কে কাকে জিজ্ঞাসা করেছিল?

উঃ। ট্রেনের এক ভদ্রলোক, তিনি ট্রেনে গান গায়, কখনো শ্যামা সঙ্গীত, কখনো হরিনাম—তিনিই জটিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

প্রশ্ন 'সোন্দর মুখের মরণ।'—কার উক্তি?

উঃ। জটির উক্তি।

প্রশ্ন 'তুই যা বললি তা কত টাকার খেলা তা জানিস?'—কার উক্তি?

উঃ। বলরামের।

প্রশ্ন ভিক্ষে করে সাধন কি কি পেল?

উঃ। একুশটি টাকা, এক থলি চাল।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন অবশেষে বলরাম কোথায় গেল?

উঃ। কালীঘাটে।

প্রশ্ন 'আপনার তো চিরটা কাল মধুর ঠাঁইয়ে গুড় দেন সোনার ঠাঁইয়ে পাঁচসিকা। দেখুন দেখি শাস্তরে কোন বিধান আছে কিনা।'— কে কাকে বলেছিল?

উঃ। বলরাম কালীঘাটের এক দরিদ্র হতভাগ্য বামুনকে।

প্রশ্ন ব্রাহ্মণটি বলরামকে কত টাকার মূল্য দেওয়ার কথা বলেছিল?

উঃ। একশো টাকা।

প্রশ্ন বলরাম ব্রাহ্মণকে কত টাকা দেবার কথা বলেছে?

উঃ। আঠারো টাকা।

প্রশ্ন 'সব তোমরা আনবে তো?'— কে কাকে কি আনার কথা বলেছে?

উঃ। ব্রাহ্মণটি বলরামকে বলেছেন তারা মার্কণ্ডেয় কাপড়, পিত্তিপুরুষের কাপড়, ঘি, ফুল, কাঠ, তিল, পঞ্চশষ্য, পঞ্চগব্য সমস্ত কিছু আনবে কিনা।

প্রশ্ন 'বলো, মা কে কী দিতে চেয়েছিল?'— কে কাকে বলেছে? সাধন মাকে কি দেবার কথা বলেছে?

উঃ। ব্রাহ্মণ সাধনকে বলেছে।
সাধন মাকে হাতি দেবার কথা বলেছে।

প্রশ্ন ব্রাহ্মণটি হাতির বদলে কি দিতে বলেছে?

উঃ। পাঁচসিকে দিতে বলেছে।

প্রশ্ন 'বামুনকে গো-দানটা পাঁচ আনায় সেরে দেন ঠাকুর মশাই।'—কার উক্তি?

উঃ। বলরামের উক্তি।

প্রশ্ন 'পাঁচ আনায় খাই কারু হয়?'—কার উক্তি?

উঃ। অগ্রদানীর উক্তি।

Scanned with CamScanner